আমরা যাইনি মরে আজও

হ্যাঁ, ক্লাব আমাদের সুখ-দুঃখের চল্লিশটি বসন্ত পেরিয়ে পা ফেলেছে একচল্লিশে। যাত্রা শুরু গত শতকে, ১৯৮২-র ২৫ এপ্রিলে। এখনও তার ঠাঁই সেই ভাঙা দেউল, রামনিধি চ্যাটার্জির গলিতে। আমফানের তাণ্ডবে সেখানে ভাঙা জানলা যেমন আরও ভেঙেছে, করোনার পরাক্রান্ত দিনগুলোয় ক্লাব-সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে তেমনই স্তূপাকৃত হয়েছে সেখানকার প্রবেশপথে নতুন ইমারতের আবর্জনা, গাছগাছালির ডালপালা, মায় নর্দমার পাঁকও। সেসব মুক্ত করে তবেই আবার আনাগোনা শুরু হয়েছে আমাদের।

পেছনে তাকালে কোথাও উজ্জ্বল, কোথাও-বা মরাচাঁদের আলোর মতো ফিকে হয়ে আসা কত দৃশ্যের উন্মেষ হয় এখনও! আমাদের ভুবনভ্রমণও তো হয়েছিল এই ক্লাবেরই প্রদর্শনীতে বহু খ্যাত-অখ্যাত ছবি দেখার সূত্রে। একাধিক জয়ন্তী উদ্‌যাপন ছাড়াও কীর্তিমান পরিচালকদের ছবি নিয়ে 'ফিরে দেখা'-র আয়োজনেও। হয়েছে আলোচনা সভাও, কমতি ছিল না লোকেরও! সেইসব কর্মসূচি 'উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব : দুই দশকের কথা (১৯৮২-২০০২)' শিরোনামে ছাপাও হয়েছিল। সেই কার্যক্রমেই পত্রিকা 'অযান্ত্রিক'-এর প্রকাশও বাদ পড়েনি। ১৯৯০ থেকে ২০০৬-এর মধ্যে ছ-টি সংখ্যার প্রথমটিতে মুখ্য ছিল ফরাসি নবতরঙ্গের কথা, দ্বিতীয়ে ঋত্বিককুমার ঘটক, তৃতীয়ে কিছুটা মিশ্র প্রসঙ্গ, চতুর্থে লুই বুনুয়েল স্মরণ, পঞ্চমটি 'মেঘে ঢাকা তারা' কেন্দ্র করে এবং ষষ্ঠ আন্দ্রেই তারকোভস্কি প্রসঙ্গে। সমস্তই ঘটেছে এই চল্লিশ বছরের চলাচলে। কিন্তু এতদিনের সব আয়োজনই ধাক্কা খায় ২০২০-তে। করোনা অতিমারীর ভ্রূকুটিশাসনে অবশ হয়ে যায় যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ তখন সামাজিক মাধ্যমে, কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনো কার্যকলাপ– ছবির নিয়মিত প্রদর্শন, বা প্রতি রবিবার সকালে জমায়েতও সম্ভব হয়নি ক্লাবে।

এখনকার মতো দেশ-বিদেশের সিনেমা তত সহজলভ্য না থাকার দরুনই একটা সংগঠন গড়ে তোলা, সেখানে থেকে ভালো ছবি দেখা, সে নিয়ে চর্চার আগ্রহ, তাকে টিকিয়ে রাখার সশ্রম প্রয়াসও বেশি ছিল তখন। মূলত সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে যেসব ছবি দুর্লভ, তা দেখা এবং দেখানোর ব্রত নিয়েই কলকাতায় ফিল্ম সোসাইটির জন্ম স্বাধীনতার বছরে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ অন্তর্জাল ভালো ছবি সহজলভ্য করেছে, সেইসঙ্গে আবর্জনা এনেও জড়ো করেছে আরও দশ গুণ। ছবি কীভাবে দেখব, নতুন প্রজন্মের কাছে এ-প্রশ্নের চেয়েও আরও বড়ো প্রশ্ন হয়তো 'কী দেখব, কেন দেখব'। ফলে ছবি দেখার পাশাপাশি তা নিয়ে নিরন্তর কথাও জরুরি হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে বেশি। তাই হয়তো সমবেত দর্শন ছাপিয়ে আরও বেশি কথা প্রসঙ্গে এই সিনে ক্লাবও শামিল হওয়ার চেষ্টা করবে। বিশেষত কোভিড প্রকোপে ছারখার এই সময়ে 'অনলাইন' আর 'ভার্চুয়াল' বিনিময়ের বাহুল্যই দস্তুর যখন।

ক্রমে আলোর রেখাও উঁকি দিচ্ছে, স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন, অনেকটা যুদ্ধজয়ের উচ্ছ্বাসও যখন বেপরোয়া ভিড়ের হৃদয়ে, তখনই শোনা যাচ্ছে আরেক নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল– ভেক বদলে সেই বীজাণু আবার গণশরীর দখল নিতে উদ্যোগী! কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ই সচেতন, চেতাবনিও দিচ্ছে, নতুন করে চৈনিক দুর্বিপাকের সংবাদ পৌঁছোনোর সূত্রে অবশ্য। তবু আশা, পুরোনো বন্ধুদের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের রক্ত ক্লাবের শরীরে আবার সঞ্চার হবে, আগের মতো অক্সিজেনও জোগাবে সেই নতুন ফৌজ। কেননা আমরা জানি সেই প্রবাদবচন– আশা যতই কুহকিনী হোক-না, তবু আশাতেই বাঁচে চাষা। ■

আ জ কে র ছ বি

Cinema Paradiso

(Italy, 1988, Director's Cut 173 mins, Col)

Script & Direction : *Giuseppe Tornatore*

Starring :
Philippe Noiret • *Jacques Perrin*
Antonella Attili • *Pupella Maggio,*
Salvatore Cascio • *Marco Leonardi*
and others

Cinematography : *Blasco Giurato*
Editing : *Mario Morra*
Music : *Ennio Morricone* and *Andrea Morricone*

Produced by :
Franco Cristaldi and *Giovanna Romagnoli*

♦♦♦

Venue : ***Netaji Bhavan,*** G.T. Rd., Uttarpara
(Beside Uttarpara Police Station)
on the **15th January 2023** at ***5.00 p.m***

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব বুলেটিন

সংখ্যা : ১/ ২০২৩ জানুয়ারি ১৫ রবিবার





জুসেপ্পে তোরনাতোরে (১৯৫৬): তারুণ্যের সূচনায় তাঁর মঞ্চাভিনয়ে হাতেখড়ি। স্বনামধন্য নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্লো (১৮৬৭-১৯৩৬) ছাড়াও আরেক কীর্তিমান এদুয়ার্দো দে ফিলিপ্পো (১৯০০-১৯৩৪)-র লেখা নাটকে অভিনয় করতে গিয়েই মঞ্চ ব্যাপারে ক্রমশ আগ্রহ বাড়তে থাকে। তা ছাড়া ছবি তোলাতেও মন যায়। স্বাধীন আলোকচিত্রী হিসেবেও কিছুদিন সক্রিয় থাকেন। পরে আসেন সিনেমা পরিচালনায়। শুরুতে তথ্যচিত্রই ছিল প্রধান। সে কাজেও পুরস্কৃত হন। তা ছাড়া চিত্রনাট্যও লিখেছেন এককালের ইতালীয় জেনারেল কার্লো আলবের্তো দাল্লা কিয়েজা (১৯২০-১৯৮২)-র জীবনের শেষ একশো দিনের ঘটনাপ্রবাহ কেন্দ্র করে তৈরি জুসেপ্পে ফেরবারা-র ছবি 'ওয়ান হানড্রেড ডেজ ইন পালার্মো' (১৯৮৪)-র জন্য। ওখানকার রেডিয়ো-টেলিভিশন সংস্থা 'রাই'-এর হয়েও কাজ করেন নিজের প্রথম ছবি (ইল কামোরিস্তা/ দি প্রোফেসর, ১৯৮৬) মুক্তির আগে। তাতে দর্শক, সমালোচক দুয়েরই মন ভেজে। আর নবাগত শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারও পান সে-ছবির দৌলতে, ইতালির চিত্রসাংবাদিকদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় ছবি 'সিনেমা পারাদিসো' (১৯৮৮) আন্তর্জাতিক চিত্রজগতের নজরে নিয়ে আসে তাঁকে। কান চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৮৯) গ্রাঁ পি লাভের পর ওই বছরেই হলিউড ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের গোল্ডেন গ্লোব এবং অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড ওরফে অসকার-ও পেয়ে যায়। পরের বছর ফ্রান্সের সেজ়ার অ্যাকাডেমির পুরস্কার (১৯৯০), এবং ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস-এরও পাঁচটি পুরস্কার (১৯৯১) লাভ করে। একাধিক কাহিনিচিত্রের পাশাপাশি তথ্যচিত্র নির্মাণও থেমে থাকেনি। গল্পের সহজ মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ তাঁর ছবি শৈল্পিক সাফল্য ছাড়াও বক্স অফিসের আনুকূল্যও পেয়েছে। মোটামুটি বছর পঁয়ত্রিশের (১৯৮৬-২০২১) কৃতকর্মে তেরোটির মতো কাহিনিচিত্র। 'এভরিবডি'জ ফাইন' (১৯৯০), 'দি লেজেন্ড অব ১৯০০' (১৯৯৮), 'মালিনা' (২০০০), 'বারিয়া' (২০০৯), 'দি বেস্ট অফার' (২০১৩), এন্নিয়ো–দি মায়েস্ত্রো' (২০২১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সিনেমা পারাদিসো

চিত্রজগতে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিকে গুরুত্ব দিয়ে বা তাকে কেন্দ্রে রেখে তৈরি সিনেমার অভাব নেই। মজাদার এবং দুর্বিষহ উভয় ধরনের অভিজ্ঞতা নিয়েও যেমন, তেমনই আবার তার চেয়ে আলাদা গোত্রের ছবিও আছে। কিন্তু খোদ সিনেমাকেই জীবনের কেন্দ্রে রেখে, সেই যাপনস্মৃতি নিয়ে ছবি সচরাচর দেখা যায় না। আর সেইখানেই সংযোজন করেন পরিচালক তোরনাতোরে তাঁর 'সিনেমা পারাদিসো'-র কিস্সা, মফস্সল এলাকা জানকালদোয় সিনেমা হল 'পারাদিসো' বা প্যারাডাইসকে কেন্দ্র করে। বছর আটেকের শিশু তোতো (সালভাতোরে কাশ্শো) আর সিনেমা হলের মধ্যবয়েসি প্রোজেকশনিস্ট (ফরাসি অভিনেতা ফিলিপ নুয়াহে) নিঃসন্তান আলফ্রেদোর বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন ফিল্ম, প্রোজেক্টর, হলমালিক, দর্শক, এমনকী সেন্সরশিপ বা নীতিপুলিশিকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে উপন্যাসোপম বিস্তারে। বিধবার সন্তান তোতো আর তার বোনকে নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য পরের সময় এখানে ধরা থাকে। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কাল, স্বতন্ত্র পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও কেমন পরিচিত মনে হয়, মানবিক সংবেদনেই আপন করে নিতে পারা যায়।

এ ছবি কেবল পরিণত তোতোর সফল জীবনে তার প্রাক্তন বন্ধু এবং পিতৃপ্রতিম আলফ্রেদোর মৃত্যুসংবাদ শুনে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিমন্থনই নয়, বরং তার স্মৃতি-বিস্মৃতির চেয়েও কিছু বেশি। সিনেমারই ফেলে-আসা যুগের, হারানো দিনের বহু ইতিবৃত্ত যেন ঘটনাচক্রে এসে হাজির হয় ব্যক্তিজীবনের পরিসরে। সিনেমাকে কেন্দ্র করেই দর্শকের উদ্‌যাপন দেখে মনে হয় এও এক 'কার্নিভাল', গতানুগতিক দৈনন্দিন ছাড়িয়ে আনন্দসন্ধানী সাধারণ যেখানে উপস্থিত। বার বার তারা আসে 'পারাদিসো'-য়, একই সিনেমা দেখে দেখে তার সমস্ত সংলাপ মুখস্থ হয়ে যায়, ফিল্‌মের রিল একটি হল থেকে আরেক হলে পৌঁছোতে দেরি হওয়ার কারণেই হুলস্থুল পড়ে যেখানে, তারা কোনোভাবেই চায় না তাদের সাময়িক আনন্দে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হোক, এ-ই তাদের 'অমরাবতী', এখানেই তারা পায় স্বপ্নের সান্নিধ্য, কামনা চরিতার্থ করতে তারা আসে এখানেই, কল্পনার আশ্রয় মুক্তির আনন্দ তাদের এই 'আনন্দলোক'-এই। আর সেই স্বর্গপুরীও একদিন জ্বলে যায় ফিল্‌মেরই সহজদাহ্য বৈশিষ্ট্যে, সেখানেই দগ্ধ হয় প্রোজেকশনিস্ট আলফ্রেদো, কিন্তু শিশু তোতোর তৎপরতায় বেঁচে গেলেও দৃষ্টিশক্তি হারায়। আবার সেখানেই তৈরি হয় নতুন হল, মালিকানাও বদলে যায় তখন, আর তোতোই আলফ্রেদোর শিক্ষায় সেখানে প্রোজেক্টর চালাতে থাকে, কাজ করতে করতে হয়ে ওঠে তরুণ। ছোটো মুভি ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতেও শুরু করে, প্রেমে পড়ে হয়ে ওঠে ব্যাকুল প্রেমিকও। তারপর একদিন জানকালদো ছেড়ে চলে যায় বৃহত্তর জীবনের সন্ধানে। বছর ত্রিশেক কোনো যোগাযোগও থাকে না তার ওই ছোটো মফস্সলের সঙ্গে। আলফ্রেদোই তাকে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করেছিল বিদায়কালে। যদিও তার উন্নতির খবর সে রাখত। তাই মৃত্যুর পরে তাকে উপহার (না কি উত্তরাধিকার?) দেওয়ার জন্য ফিল্‌মের একটি ক্যান রেখে যায় পত্নীর কাছে। যেটি তাঁর কাছ থেকে পেয়ে রোমে ফিরে এসে ফাঁকা এক হলে চালিয়ে দেখতে গিয়ে সে টের পায় পুরোনো ফিল্‌মে যত চুম্বনদৃশ্য বাদ দিতে হয়েছিল যাজক মালিকের প্ররোচনায়, আলফ্রেদো সেসবই জমিয়ে রেখে তাকে দিয়ে গেছে। চোখ তার সজল হয়ে ওঠে প্রাক্তন বন্ধুর কথা ভেবে। এই আখ্যানেই রয়ে গেছে 'সিনেমা'-র উদ্দেশে তোরনাতোরের শ্রদ্ধার্ঘ্য। অন্তত দৃশ্যরূপ দেখার পর সেরকমই মনে হয়।

আমাদের ছোটো-বড়ো শহর থেকেই যখন পুরোনো সিনেমা হলগুলো একে একে বিদায় নিচ্ছে, সেসব জায়গায় মাথাচাড়া দিচ্ছে হঠাৎনবাব মল আর সেইসঙ্গে মাল্টিপ্লেক্সের পরিসরে চলাচলেই নতুন প্রজন্ম ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে যখন, প্রযুক্তির উন্নতি দৃশ্য আর ধ্বনিকে আরও সূক্ষ্মভাবে তাদের কাছে পৌঁছেও দিচ্ছে, এরকম এক পরিপ্রেক্ষিতেই 'সিনেমা পারাদিসো' আমাদের পিছুটানকেও আরও জাগিয়ে তোলে। 'সিনেমা হল' বলতে এককালে যা বুঝত মানুষ, সেই বোঝাটাই বদলে গেছে। টিম টিম করে যে-কটি হল এখনও সরব, সেখানে মাঝে মাঝে বিশেষ কোনো ছবির ক্ষেত্রে হয়তো বোঝা যায় 'সিনেমা'-কে ঘিরে হারানো সেই উৎসবের মাহাত্ম্য। আমাদের এই বাস্তবেই বিশেষ করে 'সিনেমা পারাদিসো' স্মরণ করিয়ে দেয় বিগত সেই উদ্‌যাপনকে। আর সেখানেও তো শোনা যায় জনতার এককালের 'স্বর্গপুরী' ভেঙে পার্কিং লট হওয়ার কথা।■

উত্তরপাড়া সিনে ক্লাবের পক্ষে অমিয়রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬বি, রামনিধি চ্যাটার্জি লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি ৭১২২৫৮ থেকে প্রকাশিত।
ই-মেল : uttarparacineclub@yahoo.co.in
চলভাষ : 9433041918 # 9433271785 # 9875598829